০।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৪/৮/৮৮
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভুক্ত করা দরকার

।।হাসান হাফিজ।।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা-সমূহকে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। দেশে বর্তমানে ডিগ্রী স্তরের ফাজিল মাদ্রাসা রয়েছে ৬২৯টি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৭৫।

বর্তমানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলির এফিলিয়েশন প্রদান, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করে থাকে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধিভুক্তির জন্যে ইস-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

(১ম পৃঃ পর)

লামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার কথা বলা হয়েছে। নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দরকার হবে। অনুমোদনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়। ফাজিল (পাস ও অনার্স) এবং কামিল (প্রথম ও শেষ পর্ব) ডিগ্রী কোর্সের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রণয়ন করবে।

সুপারিশে বলা হয়ঃ উল্লিখিত কোর্সসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পুনর্গঠন করে উভয় স্তরেই সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়াবলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্যে এই স্তরের মাদ্রাসাগুলিতে উন্নতমানের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি গতিশীল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। যুগে যুগে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অগ্রগতির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপনে সক্ষম হলেই শিক্ষার্থীরা এর গতিশীল তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলিকে আজও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে এসব মাদ্রাসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মান অর্জিত হচ্ছে না। তাছাড়া, পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেখানে শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা পরিচালন ও ডিগ্রী দিচ্ছে, সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ অবস্থা অভিপ্রেত নয়।

ফাজিল ও কামিল উভয় স্তরের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামের নবতর গবেষণালব্ধ উচ্চতর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে কামিল পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে যে গবেষণা দরকার, তা এখানে অনুপস্থিত।

মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল ও কামিল স্তরে যোগ্য শিক্ষকের অভাবও লক্ষণীয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিগত কয়েক বছরে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগ্য শিক্ষকের অভাব তীব্রতর হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে ৬২৯টি ফাজিল মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী ছিল এক লাখ ৬১ হাজার ২১০ জন। তাদের জন্যে শিক্ষক ছিলেন ৬ হাজার ৭৯ জন। ৭৫টি কামিল মাদ্রাসায় ১৯৮৬ সালে ছাত্র ছিল ২৮ হাজার ১১৬। শিক্ষক ছিলেন ৬১৫ জন।